দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 JUL 2012
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

নটর ডেম কলেজ নিয়ে সরকার বিপাকে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নটরডেম কলেজ নিয়ে বিপাকে পড়েছে সরকার। চলতি বছর একাদশ শ্রেণীতে সরকারের সর্বশেষ ২০১২ সালের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি না করানোর ঘটনায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তারা হাইকোর্টের একটি মামলার স্থিতাদেশকে বিবেচনায় এনে এ সিদ্ধান্ত নেয়। জনৈক অভিভাবক নটর ডেমের ক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নীতিমালা কার্যকর না করার ব্যাপারে মামলাটি করেন। আদালত নটরডেম কলেজের জন্য একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নীতিমালা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন।

আদালতের স্থিতাদেশ আর নির্দেশনার কারণে একদিকে নটরডেম কর্তৃপক্ষ ২০১১ সালের নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করে। আদালতের স্থিতাবস্থায় কলেজের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। নটরডেম কর্তৃপক্ষ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন দেয়ার জন্য বোর্ডে ধরনা দিচ্ছে।

রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে না বোর্ড

নটরডেম কলেজের বর্তমান সমস্যার জন্য ঢাকা কলেজকেই দায়ী করেছে কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন নটরডেম শিক্ষা ঐতিহ্য রক্ষা কমিটি। তারা বলেন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড নটরডেম কলেজের শিক্ষা ঐতিহ্য ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ৬৩ বছর ধরে যে নিয়মে এই কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে এখনো সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক শ্রীকান্ত কুমার চন্দ্র জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মার্কশিট জমা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। অনলাইনে ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা ৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এখন তাদের মার্কশিট জমা নেয়া হলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবুও এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য আমরা এটর্নি জেনারেলের কাছে পরামর্শ চেয়েছি। এছাড়া আমরা নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষকেও এ বিষয়ে পরামর্শ নেয়ার জন্য কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ড. কামাল হোসেনের পরামর্শ নিতে বলেছি। আমরা মনে করি, এ সমস্যা সাময়িক। নটরডেম কলেজে যারা ভর্তি হয়, তারা সবাই মেধাবী। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতো আমরা চাই না শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির শিকার হোক।

এ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে গতকাল সোমবার মন্ত্রণালয়ে জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত সদস্যরা নটরডেমের সৃষ্ট দৃষ্টান্তের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ ও আশংকা প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, ঐতিহ্যবাহী কলেজের ইমেজকে সম্মান জানাতে গেলে ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খলা বাড়তে পারে। আবার কলেজটিও তাদের ঐতিহ্যকে পুঁজি করে সরকারি নিয়ম-কানুন লংঘন করার চেষ্টা করছে।

বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ জানান, ভর্তিকৃত ছাত্রদের কোনো দোষ নেই। তারা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন পাবে। তবে যেহেতু আদালতের স্থিতাদেশ দেয়া রয়েছে, তাই এব্যাপারে আপাতত পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না। তারপরও আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হবে। আর ইতিবাচক কিছু না পেলে মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। তিনি এসময় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নটরডেম কর্তৃপক্ষ এদেশে বসবাস করে, অথচ দেশের আইন-কানুন মানতে চায় না। এটা অন্যায়। তিনি বলেন, তারা অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগ, অভ্যন্তরীণ বদলিসহ নানা বিষয়ে নিজস্ব খ্রিষ্টান বোর্ডের আইন অনুযায়ী চলে। অথচ এব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের বিধিবিধান রয়েছে। তারপরও তাদের ওই কাজে হস্তক্ষেপ করা হয় না। স্বাধীনতা ভোগ করছে তারা; কিন্তু স্বাধীনতারও সীমা রয়েছে। তারা তো সীমা লংঘন করতে পারে না। সরকারি অন্যান্য আইন-কানুন তাদের মানতে হবে।